

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



হাওর এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত, নদী/খাল
পুনঃখননের জন্য স্কিম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

কাবিটা নীতিমালা-২০১৭

কাবিখা মনিটরিং সার্কেল
বাপাউবো, ঢাকা।
সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ।



পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

হাওড় এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাবিটা নীতিমালা-২০১৭

১.০ ভূমিকা :

'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' শিরোনামে ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্প ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে হইতে নদী/খাল পুনঃখনন গুচ্ছ প্রকল্প নামে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সরকার ২০০২-২০০৩ অর্থ বছর হইতে অনুন্নয়ন রাজস্ব অর্থায়নে 'কাজের বিনিময়ে টাকা' নামে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রকল্পটির অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পূর্বে সমাপ্তকৃত বিভিন্ন প্রকল্পের নদী/খাল পুনঃখনন, বাঁধের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হইয়াছে। প্রদত্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও উন্নয়ন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হইতে ইতোপূর্বে জারীকৃত নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনপূর্বক "নদী/খাল পুনঃ খনন গুচ্ছ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প প্রণয়ন বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০০৫" নামে একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় যাহা ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছর হইতে কার্যকর ছিল। পরবর্তী সময়ে ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' এ আক্রান্ত দেশের দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এবং বন্যা উপদ্রুত হাওর ও সারাদেশব্যাপী বাপাউবো'র সমাপ্তকৃত প্রকল্পের বাঁধ মেরামত ও নদী/খাল পুনঃখননের জন্য খাদ্য ও দুর্য়োগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় হইতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্য দ্বারা কাজ বাস্তবায়নের জন্য ইতোপূর্বে জারীকৃত নীতিমালা সংশোধন পূর্বক "পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামত/সংস্কারের জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০০৮" নামে একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে, উক্ত কাবিটা/কাবিখা'র উভয় নীতিমালার সমন্বয়ে উহা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও আংশিক সংশোধনপূর্বক "কাবিটা/কাবিখা কর্মসূচীর মাধ্যমে হাওর এলাকাসহ সারাদেশব্যাপী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০১০" প্রণয়ন পূর্বক ২০১০-২০১১ অর্থ বছর হইতে কার্যকর করা হয়। ২০১৭ সালে স্মরণকালের ভয়াবহ পাহাড়ী ঢল ও অতিমাত্রার বৃষ্টির কারণে মার্চ ২০১৭ মাসের শেষ সপ্তাহে ও এপ্রিল ২০১৭ মাসের প্রথম সপ্তাহে সুনামগঞ্জ জেলার প্রায় সবকটি হাওর বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। বোরো ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে হাওরের ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত কাজের নানা গুরুতর অভিযোগ উঠে। অভিযোগ তদন্তে সরকার উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আরো একাধিক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সুপারিশের আলোকে কাবিটা/কাবিখা নীতিমালা-২০১০ আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং সে আলোকে বর্তমানে কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ প্রণয়ন করা হইল যাহা "হাওর এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাবিটা নীতিমালা-২০১৭" নামে অভিহিত হইবে এবং তাহা ২০১৭-১৮ অর্থ বছর হইতে কার্যকর করা হইবে।

২.০ কমিটিসমূহ :

এই নীতিমালা অনুযায়ী কাবিটা স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকল্পে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিম্নোক্ত বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটিসমূহ গঠিত হইবেঃ

২.১ জেলা কমিটি :

(১)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(২)	নিবাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য-সচিব
(৩)	পুলিশ সুপার	সদস্য
(৪)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(৫)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(৬)	নিবাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
(৭)	সংশ্লিষ্ট সকল উপজেলা নিবাহী অফিসার	সদস্য
(৮)	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য
(৯)	হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর একজন প্রতিনিধি (হাওর এলাকার জন্য)	সদস্য
(১০)	স্থানীয় একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১১)	স্থানীয় গণমাধ্যমের একজন প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১২)	একজন এনজিও প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

২.২ উপজেলা কমিটি :

(১)	উপজেলা নিবাহী অফিসার	সভাপতি
(২)	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর একজন প্রতিনিধি (শাখা কর্মকর্তা)	সদস্য-সচিব
(৩)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(৪)	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য

১



